মেহেরপুরে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে যুবদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সবার আয়োজন করা হয়। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে যুব সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসানের সভাপতিত্বে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষক মাসুদ আল আহসান নবেলের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আজহারুল ইসলাম খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার পিপিএম সেবা রাফিউল আলম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক আব্দুল হামিদ খান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক শিরিন আক্তার, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী এবং মেহেরপুর যুব উন্নয়নের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩ দিন ব্যাপি স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৩

উদ্বোধন

“সেবা ও উন্নতির দক্ষ রুপকার উন্নয়নে-উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৩ উৎযাপিত হয়েছে।

রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়।

পরে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামিম হাসানের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ৪র্থ লেখক-পাঠক সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠিত

আড়ম্বর পরিবেশে গাংনীতে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক-পাঠক ফোরামের ৪র্থ সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার দিনব্যাপী বৃহত্তর কৃষ্টিয়া জেলা লেখক পাঠক ফোরামের আয়োজনে গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজনের মধ্যে ছিল লেখক পাঠকদের পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ।

সম্মেলনে গাংনী উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর, দামুড়হুদা,

কুষ্টিয়া, আলমডাঙ্গা, মেহেরপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবি-সাহিত্যিক ও পাঠকবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

দিনব্যাপি এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা লেখক-পাঠক ফোরামের আহ্বায়ক শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম।

এস এম সায়েম পল্টু ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেমের যৌথ সঞ্চালনায় সম্মেলনের ১ম পর্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন, প্রথিতযশা সাহিত্যিক চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সী আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, কুষ্টিয়া সাহিত্য সাংস্কৃতি সংগঠক ও সাবেক শিক্ষক আলম আরা জঁই, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নজমুল হেলাল, গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও জেলা লেখক পাঠক ফোরামের সেক্রেটারী সাংবাদিক রফিক উল আলম, হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, চুয়াডাঙ্গা থেকে আগত সাহিত্যিক, ছড়াকার দৈনিক মাথাভাঙ্গার বার্তা সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কবি তৌহিদ হোসেন, শিক্ষক আবুল কাশেম, রাবেয়া খাতুন রাবু, হাফিজুর রহমান, শফিউল ইসলাম, আলমডাঙ্গার সাবেক সাংসদ মকবুল হোসেন, আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী সাহিত্যিক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, জামসিদুল হক মনি, জাহাঙ্গীর হোসেন, গাংনীর নুরজাহান বেগম, জাকিয়া আক্তার আলপনা, দিলারা আফরোজ, তানিয়া জামান পিংকী, শিশু কবি নওরিন জাহান রুষা, স্নেহা, প্রমুখ।

২য় পর্বে সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম ও এসএম সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রভাষক ফজিলা ইসলাম ফৌজি, সৈয়দ জাকির হোসেন, শফি কামাল পলাশ, আবুল কাশেম অনুরাগী, গীতিকার শহিদুল ইসলাম শাওন, গীতিকার আব্দুল হামিদ, গীতিকার আব্দুর রাজ্জাক, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু, গীতিকার ও সাংবাদিক জুলফিকার আলী কাননসহ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন

উপজেলা থেকে শতাধিক কবি সাহিত্যিক অংশগ্রহন করেন । উপস্থিত সকল কবি সাহিত্যিক বৃন্দ তাদের স্ব-রচিত কবিতা উপস্থাপন করেন।

পরিশেষে কুষ্টিয়া জেলা লেখক পাঠক ফোরামের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ছড়াকার -কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করায় চুয়াডাঙ্গার দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক ও বার্তা সম্পাদক কবি আহাদ আলী মোল্লাকে সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট উপহার প্রদান করা হয়।

শেষে অতিথিবৃন্দ সম্মেলনের ভূঁয়শী প্রশংসা করে মূল্যায়ন বক্তব্য রাখেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের বিদায় সংবর্ধনা

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাককে গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, গাংনীর শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাংনী থানার বিদায়ী ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

সাংবাদিক জুলফিকার আলী কাননের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক কর্মকতার আব্দুল ওয়াদুদ, দেবীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কমী আজিজুল হক রানু ।

এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা শিল্পকলা

একাডেমির শিক্ষক এস এম সেলিম রেজা, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী সাহাজুল ইসলাম সাজু, চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজ কন্ঠশিল্পী উদয় বাউল, প্রভাষক ও সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম বকুল, কণ্ঠশিল্পী রোজিবুল ইসলাম, ও সাংবাদিক সাইদ হাসান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গাংনী থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বদলীজনিত কারনে যশোরের কতোয়ালী থানায় যোগদান করবেন। তিনি গাংনীতে ১ বছর ১০ মাস কর্মরত ছিলেন।

মুজিবনগরে গাঁজাসহ যুবক আটক

২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মনিরুল ইসলাম ওরফে রানা (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে মুজিবনগ থানা পুলিশ। আটক মনিরুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর গ্রামের নুরন্নবী বাঙ্গালের ছেলে।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল আজ রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে মানিকনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজাসহ আটক করেন।

এসআই আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মানিকনগর গ্রামে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ রানাকে আটক করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় একটি দিয়ে রানাকে আজ রবিবার বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম

মানছেন না মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা

সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও ৫টি পণ্য বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়ে রবিবার থেকে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিসি।

নিত্যপণ্য ডিম, আলু ও পেয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকায় গত বৃহস্পতিবার প্রতি পিস ডিমের দাম ১২ টাকা, আলুর কেজি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা, সয়াবিন তেল ১৫৯ থেকে ১৬৯ টাকা, চিনি ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু গতকালও মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া মহল্লার দোকানগুলো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এসকল পণ্য।

জেলা শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় পাইকারিতে বড় বাজারে এলসি পেয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ টাকা,দেশি পেয়াজ ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, চিনি ১৩০ টাকা, সয়াবিন তেল ১৭০ টাকা লিটার, পামওয়েল ১৪৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের
ব্যবসায়ীরা

পাড়া মহল্লার মুদি দোকানে এলসির পেয়াজ ৮০টাকা, দেশি পেয়াজ ৯০ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, ডিম আকার ভেদে ৫২ থেকে ৫৪ টাকা হালি, চিনি ১৩০ টাকা কেজি, সয়াবিন তেল ১৭৫ থেকে ১৮০ টাকা লিটার ও পামওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

বড়বাজারের আলু ও পেয়াজের পায়কারী ব্যবসায়ী সিরাজ বানিজ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী সিরাজ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে বেশি দামে ক্রয়কৃত মুজুদে থাকা পণ্য বিক্রি করে শেষ করতে। সরকার নির্ধারিত মুল্যে নতুন সবজির চালান রবিবার থেকে সরকার নির্ধারিত মুল্যে বিক্রি করা হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার কাচাবাজারে ক্রেতা আরিফুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারন চাকুরি করি। বর্তমান বাজারে সংসারের চাহিদা মেটাতে যেয়ে বেতনের পাশাপাশি সঞ্চয় ভেঙে চলতে হচ্ছে। ‘

হোটেল বাজারে মুদি দোকানে আসা ক্রেতা শামিম বলেন, বর্তমান বাজারে প্রতিটি পন্য আড়ত থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত আসতে আসতে মূল্য ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যায়। এগুলো দেখার কেউ নেই। আর নিউজ করে কি করবেন। দু’এক দিন লোক দেখানো অভিজান হবে। এরপর আবার বাজার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

বাজার করতে আসা রিক্সা চালক আব্দুল মালেক ক্ষোভের সাথে বলেন,’ সারাদিন রিক্সা চালিয়েও এখন দুইবেলার খাবারের যোগান হয়না। ব্যবসায়িরা এতো খারাপ, ওরা ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ করে।’

বড় বাজারের সবজি দোকানী মন্টু বলেন, আমার পাইকারি আড়তেই নির্ধারিত দামে মালামাল পাইনা। তাহলে ঐ দামে বিক্রি করবো কিভাবে।

মল্লিক পাড়ার মুদি দোকানি টোকন বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে আড়ৎ থেকে পণ্য কিনে এনে আমার দোকানে বিক্রি করি। আড়ৎ মূল্যের সাথে পরিবহনের খরচ থাকে। এর পর হয়তো পণ্যভেদে কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা লাভ হয়। আসলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে মহাজন ও পাইকারি পর্যায়ে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামিম হাসান বলেন, ‘ বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দেওয়া চিঠির প্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলার ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মুল্যে পন্য বিক্রয় করা সহ দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয়কৃত পণ্যের ভাওচার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলাপ্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে।

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুরে

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান ব্যক্তিগত সংক্ষিপ্ত সফরে স্বপরিবারে মেহেরপুর ঘুরে গেলেন।
শনিবার ১৬ সেপ্টেম্বর সকাল সোয়া এগারোটার সময় ব্যক্তিগত সফরে মেহেরপুর এসে পৌছান বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান। এসময় সার্কিট হাউজে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কে স্বাগত জানান অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিচার বিভাগ মেহেরপুরের বিচারকগণ, জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপার রাফিউল আলম এর নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। এছাড়াও বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামানকে মেহেরপুরে স্বাগত জানাতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বারের সভাপতি কামরুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন।
সকাল সাড়ে ১১ টায় সার্কিট হাউজে মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। এর পর বিচারপতি দুপুর সাড়ে বারোটার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং মুজিবনগর কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি ঐতিহাসিক আমঝুপি নীলকুঠি পরিদর্শনে যান। এ সময় তার সাথে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক, যুগ্ন জেলা জজ কবির হোসেন, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী মোবারক মুনিম সহ বিচারবিভাগ মেহেরপুরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। নীলকুঠি পরিদর্শন শেষে বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান মেহেরপুর বিচার বিভাগের বিচারকদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করে মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

মেহেরপুরে শহিদুল ইসলাম

পেরেশানের গণসংযোগ

শেখ হাসিনা কে আবারো ক্ষমতায় রাখতে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে গণসংযোগের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক আব্দুল লতিফ সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক-১

মেহেরপুরে ৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শের আলী(২৬) নামের এক ইজিবাইক চালককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত এক অভিযানে শের আলীকে আটক করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আটককৃত শের আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের ইসমাইল আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন,’মেহেরপুর যাদবপুর সড়ক দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানা পুলিশের এস আই সঞ্জিত, এএসআই শাকিলসহ একটি টিম অভিযান চালিয়ে ৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শের আলীকে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে হাসান ও মোকলেসুর রহমান নামের দুই মাদক কারবারি পালিয়ে যায়। এ সময় মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারি চালিত একটি ইজিবাইক জব্দ করেছে পুলিশ।

আটককৃত শের আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক জেলা আদালতে প্রেরণ করা হবে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযন চলছে।

মেহেরপুরে সবজি মাছ মাংসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম উর্দ্ধমুখী

মেহেরপুরের বাজারে মাছ, মাংস, সবজিসহ নিত্যপণ্যের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। সপ্তাহন্তে বেড়েছে আদা, রসুন ও পেঁয়াজের দামও। কাঁচা মরিচের দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও কয়েক সপ্তাহ ধরে ঊর্ধ্বমুখী আদা, আলু ও চিনির দাম।

গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেহেরপুরের বাজারে অধিকাংশ সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রয়োজনের তুলনায় কম বাজার কিনে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের। এখন খুচরা ব্যবসায়ীরাও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার দাম বাড়িয়ে চললেও নেই প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কাঁচাবাজারগুলোতে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, আদা, রসুন, আলু ও শাক—সবজির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও দাম কমেনি। গত কয়েক সপ্তাহের ধরেই এসব নিত্যপণ্যের দাম চড়া।

আলু, টমেটো এবং কাঁচা মরিচের দাম থেমে থেমে বাড়ছে। এ তিন সবজি কিনতে ক্রেতাকে বাজারভেদে কেজিপ্রতি গুনতে হচ্ছে টাকা। বাজারে

আলুর কেজি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। পেঁয়াজ প্রকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ৫৭০—৯০ টাকা কেজিতে।

প্রতি কেজি করলা এখন কেজি ১০০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা কেজি,, ঢেঁড়স কেজিতে ৪০ টাকা, পটল ৪০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা কেজি ও পেঁপে কেজি ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া চিচিঙ্গা কেজিতে ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৪০ টাকা এবং কচুমুখি কেজিতে ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

গত দুই মাস ধরে ৪০০ টাকার উপরে আদার কেজি। চলতি সপ্তাহে নতুন করে রসুনের দাম কেজিতে প্রায় ৪০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ২৬০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি দরে।
এদিকে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকায়। সোনালি মুরগির দাম রাখা হচ্ছে প্রতি কেজি ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা। দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৫৫০ থেকে ৫৬০ টাকায়।

মাছের বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, ১ কেজি বা ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ প্রতি কেজি ১২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ছোট সাইজের জাটকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি দরে। মাঝারি ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে ৭ শ থেকে ৮ শ টাকা কেজি দরে।

দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের রুই মাছের দাম প্রতি কেজি ৩০০-৩৫০ টাকা। রুই মাছ ছোট সাইজের বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, বড় সাইজের রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ শ থেকে সাড়ে ৩ শ টাকা কেজি দরে। পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, সিলভারকার্প বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি দরে।

বাজারভেদে গরুর মাংস কেজিতে বিক্রি হচ্ছে ৭ থেকে ৭৫০ টাকা। খাসির মাংস বিক্রি হচ্ছে ৯৫০ টাকা কেজি দরে।
সপ্তাহিক ছুটির দিনে বাজার করতে আসা এক ক্রেতা বলেন, বেশিরভাগ পণ্যই অতিরিক্ত দামে কিনতে হচ্ছে। নিত্যপণ্যের দাম শুনে হতাশ হতে হচ্ছে ক্রেতাদের।

এদিকে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, পাইকারি বাজারে সবজির সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বাড়ছে। চাহিদা অনুযায়ী সবজি পাচ্ছেন না তারা।